# পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোট (CIDV) এরকার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

**ভূমিকা:**

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় নারীরা সবচেয়ে বেশী সহিংসতার শিকার হচ্ছে পরিবারে, তার নিকট আত্মীয়দের দ্বারা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ নারী বিবাহিত জীবনের কোন না কোন সময়ে নির্যাতনের শিকার কিংবা হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন বা হচ্ছেন | এতে প্রতিনিয়ত ক্ষুন্ন হয় নারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সম্মান, স্বাধীনতা ও মর্যাদা। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না এবং বিদ্যমান নারী নির্যাতনের আইনসমূহ এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিতে না পারায় নতুন আইন প্রণয়ন করা অতীব জরুরী হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠনসমূহ পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এরই পেক্ষিতে ২০০৪-২০০৫ সালে জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, ANCVAW নামক একটি নেটওর্য়াক এবং আইন ও সালিস কেন্দ্র আইনের খসড়া তৈরি করে এবং সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করে। ইতিমধ্যে ২০০৫ সালে আইন'কমিশনও একটি খসড়া তৈরি করে এবং পর্যালোচনার জন্য সিভিল সোসাইটিসহ আইনজীবী, পুলিশ, বিচারকসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এই খসড়া আইনগুলি নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যেই জোটের যাত্রা শুরু হয় এবং ২০০৭ সালে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন, নেটওর্য়াক সংগঠন এবং মানবাধিকার কর্মীদের উদ্যোগে "সিটিজেনস ইনিশিয়েটিভ এগেইনস্ট ডমেস্টিক ভায়োলেন্স (**CIDV**)" নামে একটি নাগরিক জোট গঠিত হয়। CIDV এমন একটি উদ্যোগ বা নেটওয়ার্ক যা নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই নেটওয়ার্কের প্রতিটি সদস্য সংগঠন এবং ব্যক্তি নারীর অধিকার রক্ষায় বিশেষতঃ নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা রোধ করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**লক্ষ্য:**

নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতাকে একটি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার লংঘনের বিষয় এবং আইনী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাই এ জোটের অন্যতম লক্ষ্য।

**উদ্দেশ্য:**

- পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন
- আইনের সঠিক বাস্তবায়ন
- আইনের প্রচার
- সচেতনতা ও জনমত তৈরি
- আইনটির বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগ সমূহের সমন্বয়করণ

**কারা সদস্য হতে পারেন:**

পারিবারিক সহিংসতা-ইস্যুতে কাজ করে এমন ব্যক্তি ও সংস্থাই নাগরিক জোট-এর সদস্য পদ পেতে পারে। এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য- যারা এই ইস্যুতে সচেতনতামূলক কাজ করেন, আশ্রয়দানে সহায়তা করেন, পূর্ণবাসন, এডভোকেসী, গবেষণা, আইনগত সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন তারাই সদস্য পদ লাভে অগ্রাধিকার পাবে। তবে নতুন সদস্যপদ প্রদানের ক্ষমতা সাধারণ কমিটির হাতে থাকবে।

**সদস্য সংস্থার প্রতিনিধিত্ব:**

প্রতিটি সংস্থা থেকে দুই জন সদস্যের নাম সাধারণ কমিটিতে তালিকাভুক্ত হবে। তারা স্ব স্ব সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

**প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:**

নাগরিক জোট এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুটি কমিটি থাকবেঃ

১. উপদেষ্টা কমিটি

২. সাধারণ কমিটি

সাধারণ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি দুই বছরের জন্য একটি সচিবালয় নির্ধারিত হবে।

**উপদেষ্টা কমিটি:**

**কাঠামো:** উপদেষ্টা কমিটি, সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে তিন জন সদস্যসহ, বর্তমান সেক্রেটারিয়েট-এর পক্ষ থেকে একজন, র্সবশেষ সেক্রেটারিয়েট এর পক্ষ থেকে একজন সহ মোট পাঁচ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠণ করা হবে। এ উপদেষ্টা কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর। উল্লেখ্য যে, সাধারণ কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে উপদেষ্টা কমিটির প্রথম তিনজন সদস্য নির্বাচন করা সম্ভব না হলে গোপন নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। একজন সদস্য সকলের সম্মতিক্রমে টানা দুই টার্ম (চার বছর) উপদেষ্টা কমিটিতে থাকতে পারবেন। প্রতি বছর উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ বছরে অন্তত এক বার সভা করবেন।

**দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

১. উপদেষ্টা কমিটি নাগরিক জোটকে জরুরী অবস্থায় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন, প্রয়োজনে উপদেষ্টা কমিটি সভার মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করবেন।
২. বাৎসরিক সভায় জোটের কার্যক্রম এবং র্কমপরিকল্পনা পর্যালোচনা করবেন।
৩. প্রয়োজনে জোটের সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত প্রদান করবেন এবং
৪. জোট কর্তৃক কিংবা অন্যান্য স্টেক হোল্ডার কর্তৃক আয়োজিত সভায় জোটের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

**সাধারণ কমিটি:**

**কাঠামো:** নাগরিক জোট-এর সকল সদস্যই সাধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন সংস্থার আবেদন ক্রমে সাধারণ কমিটি তা যাচাই বাছাই করে নতুন সদস্য হিসাবে জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। আবার জোটের কোন সদস্য বা সদস্য সংস্থা জোটের উদ্দেশ্য পরিপন্থি কার্যক্রম এর সাথে জড়িত প্রমানিত হলে (বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে) সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সাধারণ কমিটি থেকে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার সদস্যপদ খারিজ হবে।

**দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

১. প্রতি দুই মাস অন্তর সাধারণ কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় মিলিত হবেন;
২. সদস্যগণ অংশগ্রহণর্পূবক নিজ নিজ সংস্থার পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন;
৩. সাধারণ কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন;
৪. বছরের প্রথমে জোটের র্কমপরিকল্পনা তৈরী করবেন;
৫. নতুন সদস্যপ্রার্থীদের আবেদন যাচাই বাছাই করে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং প্রয়োজনে কমিটি থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;
৬. দুই বছর অন্তর সাধারন সভার সিদ্ধান্তক্রমে সচিবালয় নির্ধারণ করবেন;

**সচিবালয় নির্ধারণ পদ্ধতি:**

সাধারণ কমিটির সভায় উপস্থিত সকলের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে সচিবালয় নির্ধারিত হবে। প্রয়োজনে সচিবালয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিশেষ গোপন ভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রতিটি সচিবালয় পরবর্তী দুই বছরের জন্য নির্ধারিত হবে। তবে সাধারণ কমিটির সম্মতিক্রমে সচিবালয়ের সময়সীমা পরিবর্তিত হতে পারে।

**কার্যাবলী:**

- পুরাতন সচিবালয় থেকে সকল দায়িত্ব বুঝে নেয়া এবং ফাইল, কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা;
- নতুন সচিবালয় দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই পুরোনো সদস্যদের তালিকা এবং সদস্যপদে আগ্রহীদের তালিকা পর্যালোচনা করা;
- দুই মাস অন্তর সাধারণ সভা আয়োজন করা;
- বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পণা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে কাজ করা;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জোট এর প্রতিনিধিত্ব করা;
- সকল সদস্য সংগঠন এর সাথে যোগাযোগ রাখা এবং সমন্বয় সাধন;
- সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- প্রয়োজনীয় তথ্য সবাইকে জানানো;
- আইনের প্রচার, বাস্তবায়ন এবং এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কোন পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় জোট এর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানানো;
- সদস্য সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে রেফারাল লিংকেজ তৈরী করা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কে জানানো;
- রেফারাল সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বিবিধ;